দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN. 7 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

592

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# মেয়াদ পূর্তির আগে প্রোভিসির পদত্যাগ নতুন কে আসছেন

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রোভিসি শূন্য। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমদ আকস্মিকভাবেই পদত্যাগ করেছেন। চ্যান্সেলর তার পদত্যাগপত্র গ্রহণও

১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

## প্রোভিসির পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তিনি কেবল পদত্যাগ করেননি, অনেকটা নীরবেই দেশ ছেড়ে গেছেন। চলে গেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নয় মাসের জন্য। ভার্জিনিয়ার হ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেসে ভিজিটিং প্রফেসর হয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে সেখানে তিনি যোগদান করেছেন। নয় মাসের জন্য গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ বলছেন, তিনি আর দেশে ফিরবেন না। তবে অবাক করা ব্যাপার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও অনেকেই জানেন না যে, প্রো-ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু কার্যত প্রো-ভিসির পদ এখন শূন্য। প্রোভিসি ছাড়াই ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর প্রশাসন চালিয়ে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রোভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ। একাডেমিক সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন প্রোভিসি। তাই প্রোভিসি ছাড়া একাডেমিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ করে প্রফেসর শহীদ উদ্দীন পদত্যাগ করলেন কেন? বেগম খালেদা জিয়ার সরকার তাকে প্রোভিসি নিয়োগ দিয়েছিল '৯৫ সালে। তার চার বছরের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৪ এপ্রিল। মেয়াদ পূর্তির চারমাস আগে তিনি কেন দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। এ নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানান কথা। তবে কি আজাদ চৌধুরীর প্রশাসনের সাথে তিনি কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন? নাকি আওয়ামী শিক্ষকদের নীল দলের চাপে তিনি হেরে গেছেন? কয়েক দিন আগে নীল দলের বিজ্ঞান অনুষদের এক নেতা রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এ প্রোভিসিকে গালাগাল দিয়েছেন, বলেছেন তাকে অফিসে ঢুকতে দেবেন না- এমন কথাও শোনা গেছে। প্রোভিসি নাকি সম্প্রতি সিন্ডিকেট নির্বাচনে পরাজিত ঐ শিক্ষকের দাবী অনুযায়ী ইসলামের ইতিহাস বিভাগে একজন আওয়ামী ক্যাডারকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে রাজি হননি। এর পরেই নাকি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন নতুন সিদ্ধান্ত নেন। গত ২৭ ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে। ৩ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। এর পরই ৪ জানুয়ারী তিনি দেশত্যাগ করেন। চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়। ৫ জানুয়ারী থেকে নতুন সেমিস্টার শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার শিক্ষক ডঃ শহীদ উদ্দীন সেখানে হ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন স্কুল অব বিজনেসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে তিনি পরিচিত ছিলেন আওয়ামী বিরোধী হিসেবে। সাদা দলের নেতা ছিলেন তিনি।